তথ্যপ্রযুক্তি

● গাজী মুনছুর আজিজ

মূল রচনা

রোবকনে যাচ্ছে বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আন্তর্জাতিক অনেক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি বেশ ভালো নাম করছে। তারা এগিয়েছেও অনেক দূর। তবে যথাযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা পিছিয়েও পড়ছে। তারপরও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একের পর এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে তারা। প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ভারতের পুনেতে রোবকন প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে বংলাদেশ দল। সপ্তমবারের মতো এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিতব্য এই রোবকন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১৬টি দেশের ১৭টি দল অংশগ্রহণ করবে।

এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিট [আবু] ২০০০ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। আর বাংলাদেশ চতুর্থবারের মতো এতে অংশ নিচ্ছে। অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য দেশগুলোর মধ্যে আছে জাপান, চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কোরিয়া প্রভৃতি।

বাংলাদেশ দলের রোবটগুলো তৈরি করেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের লেভেল ফোরের সেকেন্ড টার্মের মো: মাহবুবুল ইসলাম শামীম, মো: আবদুল্লাহ আল মামুন রাকিব, আবদুল্লাহ আল আমিন নির্ঝর, রাজীব কুমার সাহা, সুব্রত দেবনাথ, কে এম মোস্তাফিজুর রহমান প্রদীপ্ত, ভাস্কর বিশ্বাস পার্থ ও শরৎ দাস। এ ছাড়া এই রোবটগুলো তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন একই বিভাগের ওমার বিন ইউসুফ, সাইফুর রহমান, ফয়সাল আহসান, কাজী মো: হাসিবুর রহমান, মেজবাহ উর রহমান, নাহিয়ান রহমান, খান মো: মোহাইমেন, আসাদুর রহমান খান ও আকতারুজ্জামান। রোবটগুলো তৈরিতে নানা পরামর্শ দিয়েছেন প্রকৌশলী এরশাদ জামান ও মো: এনায়েত কবির। আর এ দলের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন একই বিভাগের প্রফেসর ড. মো: জহুরুল হক।

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগামী ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ দল ভারত যাচ্ছে। দলের সমন্বয়ে থাকছেন প্রফেসর ড. মো: জহুরুল হক এবং প্রতিযোগী মূল দলের অধিনায়ক থাকছেন মাহবুবুল ইসলাম শামীম। মূলত বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকেই তাদের এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা।

এবারের প্রতিযোগিতায় থিম হিসেবে ভারতের একটি লোকজ খেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দলের ৩টি করে রোবট থাকবে এবং প্রত্যেক দল ৩ মিনিট করে খেলায় সময় পাবে। খেলা হবে দুই ধরনের। প্রথমে স্বয়ংক্রিয় এবং পরে হাতেকলমে। খেলাটি হবে ১৪/১৩.৫ মিটারের একটি জায়গায়। প্রতিযোগী মূল দলের অধিনায়ক মো: মাহবুবুল ইসলাম শামীম বলেন, আমরা যে ৩টি রোবট তৈরি করেছি, এগুলোর যন্ত্র আমরা ধোলাইখাল থেকে কিনেছি, যা সবই পুরনো মোটরযানের। এ ছাড়া ইলেকট্রনিকসের পণ্যগুলো পুরান ঢাকার নবাবপুর রোড থেকে কেনা। এসব দিয়েই কোনোরকমে আমাদের রোবটগুলো তৈরি করেছি। অথচ চীন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে রোবট তৈরির জন্য নতুন যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়, যা কেবল সংযুক্ত করলেই রোবট তৈরি হয়ে যায়। তাই আমাদের তৈরি রোবটের চেয়ে তাদের রোবটগুলো একটু বেশিই আগে চলে। ফলে প্রতিযোগিতায় তারা যেখানে ১ সেকেন্ডে যায়, আমরা সেখানে ৩ সেকেন্ডে যাই। তথাপিও আমাদের এবারের রোবটগুলো একটু উঁচুমানের তৈরি করা হয়েছে, যা দিয়ে আমরা আশা করছি প্রতিযোগিতায় ভালো অবস্থানে থাকব। এ ছাড়া প্রতিযোগিতায় যাওয়ার আগেই আমরা প্রতিযোগিতার নমুনা মাঠ তৈরি করে সেখানে আমাদের রোবটগুলো দিয়ে অনুশীলন করছি, যাতে প্রতিযোগিতায় গিয়ে আমরা কোনোভাবে বিচলিত না হই।

প্রতিযোগী দলের প্রধান সমন্বয়ক প্রফেসর ড. মো: জহুরুল হক বলেন, তিন বছর এই প্রতিযোগিতায় গিয়ে বেশ ভালো একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছি, তাই এবার আশা করছি প্রতিযোগিতায় একটা ভালো অবস্থানে যাব। যদিও আমাদের রোবটগুলো অন্যান্য দেশের চেয়ে একটু ধীরগতির। এর কারণও সোজা, আমাদের রোবটের গায়ে সব পুরনো যন্ত্রাংশ। আমরা যদি ভালো যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু করতাম।

সব মিলিয়ে এবারে এবার একটু বেশি প্রত্যাশা নিয়েই বাংলাদেশ দল পুনে যাচ্ছে।